45

ভোরের কাগজ

তারিখ ..22 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম ৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক অবস্থা নাজুক, বাজেট ঘাটতি নিয়ে চিন্তিত কর্তৃপক্ষ

একরামুল হক বুলবুল : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক আর্থিক অবস্থা খুবই নাজুক। চলতি অর্থবছরে (১৯৯৮-৯৯) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ কোটি ৯৫ লাখ ৪২ হাজার টাকা। কিন্তু সর্বসাকল্যে পাওয়া যাচ্ছে ২৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা। ফলে ঘাটতি থেকে যাবে ৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। এ ঘাটতি বাজেট কিভাবে পূরণ করা হবে তা নিয়ে চিন্তিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫১০ জন শিক্ষক, ২৫২ জন কর্মকর্তা এবং তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণী ও মাস্টার রোলের কর্মচারী যথাক্রমে ৪৬৪ জন, ১ হাজার ২৫ জন ও ৬২ জন। চলতি অর্থবছরে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রয়োজন ২৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা। কিন্তু এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আর্থিক বছরের শেষ দুই-তিন মাস বেতন ভাতা কোন খাত থেকে পরিশোধ করা হবে তা জানে না কর্তৃপক্ষ।

শহর থেকে দূরে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবহনখাতে ব্যয় হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। চলতি অর্থবছরে বাস ও ট্রেন ভাড়াসহ পরিবহনখাতে ব্যয় হবে ২ কোটি ২৫ লাখ টাকা। কিন্তু এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র এক কোটি ৩৭ লাখ টাকা। ফলে প্রায় এক কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যাবে পরিবহনখাতে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন পাঁচ জোড়া শাটল ট্রেন বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম রুটে চালাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেলওয়েকে মাসিক ভাড়া প্রদান করছে মাত্র ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা। ফলে রেলওয়েকে ক্ষতি গুনতে হচ্ছে প্রচুর অর্থ। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলেছে, মাসিক ভাড়া ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হলে তাদের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেলওয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কম ভাড়া দিচ্ছে মাসের পর মাস।

হলসমূহে বসবাসকারী আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মাথা পিছু প্রচুর অর্থ ভর্তুকি দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্র চার বছরের জন্য ভর্তি হলেও সেশন জটের অভিশাপে তাকে থাকতে হচ্ছে ছয়-সাত বছর পর্যন্ত। একজন ছাত্র ছয় সাত বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস, ট্রেন, হলের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে স্বল্পহারে চার বছরের ফি প্রদান করছে। নিয়ম অনুযায়ী বর্তমানে চারটি ব্যাচে ছাত্র থাকার কথা ১০ হাজার ৮২৩ জন। কিন্তু সেশনজটের কারণে বর্তমানে সাত ব্যাচে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের থেকে আদায়কৃত বিভিন্ন ফি। যা মোট খরচের ২৫ ভাগের ১ অংশের চাহিদা পূরণে সক্ষম। ২৫ ভাগের অবশিষ্ট ২৪ অংশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তথা সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয়। ব্যয় কমিয়ে আয় কিভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর একজন ছাত্রের মাসিক ফি ছিল ১২ টাকা। বত্রিশ বছর পরও সেই ফি আর বাড়েনি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে প্রাপ্ত ও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত সকল অর্থ ব্যয় হচ্ছে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও পরিবহনখাতে। ফলে গবেষণা, স্কলারশিপ ও লাইব্রেরি-সেমিনার কক্ষের বই পুস্তকের জন্য তেমন কিছু থাকছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট প্রসঙ্গে উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান এই প্রতিবেদককে বলেন, বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর কোনো দেশে সামান্য ফি দিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের নজির নেই।

শোনা যাচ্ছে, আগামী মাস থেকে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ফোনের কলচার্জ, জ্বালানি তেলের দাম ও কর-খাজনা বৃদ্ধি পেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক পরিস্থিতির আরো নাজুক অবস্থা দাঁড়াবে।

শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলবে পড়ালেখা ও গবেষণার কাজ। উল্লেখিত খাতে বরাদ্দ বাড়ানো না হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নেমে যাবে দ্রুত। এজন্য পুরোপুরি সরকারের ওপর নির্ভর না করে নিজস্ব উদ্যোগে আয়ের খাত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন।